সমকাল

1 3 AUG 2025

বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ভারত সাড়া দিচ্ছে না

সমকাল প্রতিবেদক

স্থলবন্দর দিয়ে পাটপণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বাণিজ্য উপদেষ্টা

কয়েক দফা অশুল্ক বাধা আরোপের পর ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নিতে সে দেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হলেও তাদের সাড়া মেলেনি। এ তথ্য জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে বাংলাদেশের পাটপণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকরা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন। উপদেষ্টা অবশ্য বলেন, পাটপণ্যে এই বিধিনিষেধ রপ্তানিতে তেমন প্রভাব পড়বে না।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ-সংক্রান্ত সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। এ সময় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পণ্য আমদানিতে ভারতের বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'দ্বিপক্ষীয় আলোচনার উদ্দেশ্যে আমাদের দপ্তর থেকে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। তবে আমরা এখনও তাদের কাছ থেকে কোনো জবাব পাইনি। বিষয়টি যতটুকু সংবেদনশীলতার সঙ্গে মোকাবিল করা দরকার, আমরা তা করছি। তবে এর জন্য অবশ্যই ভারতের অংশগ্রহণ দরকার।' ভারতের সঙ্গে অনেক বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে জানিয়ে শেখ বশিরউদ্দীন আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করছেন, তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

গত সোমবার ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালকের কার্যালয়ের (ডিজিএফটি) এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ থেকে চার ধরনের পাট পণ্য স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি করতে পারবেন না। শুধু মুম্বাইয়ের নভসেবা বন্দর দিয়ে এসব পণ্য আমদানি করা যাবে বলে ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে সম্প্রতি কয়েক দফায় অশুল্ক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ভারত। এর আগে গত ১৭ মে স্থলবন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও সুতার উপজাত, ফল ও ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, কোমল পানীয় প্রভৃতি পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ দেয় দেশটি। এর আগে ৯ এপ্রিল ভারতের কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুবিধা প্রত্যাহার করে দেশটি। এরপর বাংলাদেশ ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে।

বাংলাদেশ ও ভারতের বর্তমান বাণিজ্য সম্পর্কের বিষয়ে গবেষণা সংস্থা সানেমের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান গতকাল সামাজিক মাধ্যমে এক প্রতিক্রিয়ায় জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যে অশুল্ক বাধার ব্যবহার বাড়ছে। ভারতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রবাহে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। কেননা, বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের ৯৯ শতাংশের বেশি স্থলপথেই ভারতে যায়। নতুন নিষেধাজ্ঞা শুধু খরচ বাড়াবে না, বরং বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের জন্য বড় ধরনের লজিস্টিক জটিলতাও তৈরি করবে।

তিনি বলেন, শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশও একই পথে হাঁটছে। ২০২৪ সালের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশ ভারতীয় সুতা ও কয়েকটি পণ্যের আমদানিতে স্থলবন্দর দিয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তবর্তী তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে পরিচিত ভারত ও বাংলাদেশ এখন বাণিজ্য সমস্যা সমাধানে স্বচ্ছ সংলাপের পরিবর্তে একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও অশুল্ক বাধার দিকে ঝুঁকছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ১৫% নামিয়ে আনার চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

সমকাল

1 3 AUG 2025

> অনেক রক্ষণশীলভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করছি, রপ্তানি আরও বেশি হবে। অপ্রচলিত পণ্য ও নতুন বাজারের বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি
>
> **শেখ বশিরউদ্দীন**
> বাণিজ্য উপদেষ্টা

> লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জন করা সম্ভব। তবে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গ্যাস সংকট, কাস্টমসকেন্দ্রিক কিছু সমস্যা, ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সমস্যা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি
>
> **মোহাম্মদ হাতেম**
> সভাপতি, বিকেএমইএ

রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সাড়ে ৬৩ বিলিয়ন ডলার

সমকাল প্রতিবেদক

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার বা ৬ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট রপ্তানি আয়ের চেয়ে যা ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৫ বিলিয়ন ডলার।

অবশ্য গত অর্থবছরে পণ্য এবং সেবা কোনো খাতেই রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা থেকে আয় কম হয়েছে ৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ। রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে সেবা রপ্তানি থেকে আয় আসে ৫ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৩ শতাংশ কম। গত অর্থবছর সেবা রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।

গতকাল মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান চলতি অর্থবছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেন। এ সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশীরউদ্দিন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং রপ্তানি খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য সচিব বলেন, রপ্তানির এই নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে। তিনি বলেন, গত অর্থবছরের শুরুতেই আন্দোলন-সরকার বদলের ধাক্কায় অর্থনীতিতে স্থবিরতা চললেও তখন রপ্তানি আয় ১২ দশমিক ৪ শতাংশের বেশি বাড়বে বলে আশা করেছিল সরকার। শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক রপ্তানি আয় দাঁড়ায় প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলারে।

চলতি অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে সচিব বলেন, পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৫ বিলিয়ন ডলার। সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। সেবা খাতে রপ্তানির পরিমাণ ৮ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার হবে বলে আশা করছে সরকার।

খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় দেখা যায়, তৈরি পোশাকের ওভেন খাতে ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ২০ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলার এবং নিট খাতে ১২ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ২৩ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২৫ কোটি ডলার, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ বেশি। পাট ও পাট পণ্যে প্রবৃদ্ধি ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ ধরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে ৯০ কোটি ডলার।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক আলোচনায় বাংলাদেশের একটি ইতিবাচক অর্জনের ফলে এই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জন করা সম্ভব। তবে এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, গ্যাস সংকটের চ্যালেঞ্জটা আগে থেকেই ছিল। এ ছাড়া কাস্টমসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যা, ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সমস্যা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়টি রয়েছে।

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক ড. মো. হাসিব উদ্দিন বলেন, জ্বালানি, ব্যাংকিং ও কাস্টমস সমস্যার সমাধান হলে লক্ষ্যমাত্রার বেশি রপ্তানি সম্ভব।

লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে রপ্তানিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের প্রধানদের সঙ্গে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কী কী বাধা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রত্যেক খাতের এক বা দুটি বাধা চিহ্নিত করে সেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'অনেক কনজারভেটিভলিই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, রপ্তানি আরও বেশি হবে। অপ্রচলিত পণ্যের বাজার তৈরি করা এবং নতুন বাজারে রপ্তানি করার ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ রয়েছে।'

প্রথম আলো

1 3 AUG 2025

ভারতের নিষেধাজ্ঞায় রপ্তানিতে তেমন প্রভাব পড়বে না

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাংলাদেশের স্থলবন্দর দিয়ে চার ধরনের পাটপণ্য আমদানিতে ভারতের নিষেধাজ্ঞা জারির এক দিন পরই বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন প্রতিক্রিয়া জানালেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেখ বশিরউদ্দীন

বাংলাদেশের স্থলবন্দর দিয়ে চার ধরনের পাটপণ্য আমদানিতে গত সোমবার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ভারত। এর এক দিনের মাথায়ই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'ভারত আরও চারটি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি নিষেধাজ্ঞা দিলেও বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে তেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।'

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে সে দেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। গতকাল ঢাকায় সচিবালয়ে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এ কথা বলেন।

ভারতের নতুন বিধিনিষেধের কারণে সে দেশের ব্যবসায়ীরা এখন বাংলাদেশ থেকে চার ধরনের পাটপণ্য স্থলবন্দর দিয়ে নিতে পারবেন না। বর্তমানে শুধু দেশটির মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে এসব পণ্য আমদানির সুযোগ আছে। এমন বিধিনিষেধ দিয়ে সোমবার ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালকের কার্যালয় (ডিজিএফটি) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে গত কয়েক মাসে দফায় দফায় অশুল্ক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ভারত। এর আগে গত ১৭ মে স্থলবন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও সুতার উপজাত, ফল ও ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, কোমল পানীয় প্রভৃতি আমদানিতে বিধিনিষেধ দেয় দেশটি। তারও আগে ৯ এপ্রিল ভারতের কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুবিধা প্রত্যাহার করে দেশটি।

এদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা ভারত বাতিল করার এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশও পাল্টা হিসেবে ভারত থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে দেয়। এর আগে বেনাপোল, ভোমরা, সোনামসজিদ, বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুযোগ ছিল।

গতকালের সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নিয়েও কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে—এমন কোনো বিষয়ে ছাড় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়নি। দুই দেশের মধ্যে খাদ্য ও কৃষিপণ্যের আমদানি বাড়িয়ে বাণিজ্যঘাটতি মেটানো হবে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে দর-কষাকষি চালিয়ে যাবে বাংলাদেশ। সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে শুল্ক কমে ১৫ শতাংশ হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী বাংলাদেশ।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সমস্যা থাকলেও এতটা অস্থিতিশীল নয় যে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়বে। তাই রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে তাতে সমস্যা হবে না। এ ছাড়া পেঁয়াজের দাম বাড়তে থাকলে পেঁয়াজ আমদানি করা হবে বলে জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা।

পাম তেলের দাম কমল ১৯ টাকা

একই সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান জানান, পাম তেলের দাম ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা লিটার নির্ধারণ করেছে সরকার। এত দিন পাম তেলের লিটারপ্রতি দাম ছিল ১৬৯ টাকা। তবে সয়াবিন তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আপনারা শুধু তেলের মূল্যবৃদ্ধি হতে দেখেন; এবার আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় পাম তেলের দাম কমানো হয়েছে। কিন্তু কাঁচামালের দাম না কমায় সয়াবিন তেলের দাম কমেনি। প্রতি লিটার সয়াবিন তেল ১৮৯ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯ টাকা আর পাম তেলের দাম ১৬৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম আলো

13 AUG 2025

চলতি অর্থবছর রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে সাড়ে ১৬%

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে সরকার। এই অর্থবছরে বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে মোট ৬৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ৬ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পণ্য রপ্তানি থেকে ৫৫ বিলিয়ন ডলার এবং সেবা খাত থেকে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হবে বলে আশা করছে সরকার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে প্রায় ৫৫ বিলিয়ন ডলার আয় করেছিল বাংলাদেশ। সেই হিসাবে চলতি অর্থবছর রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে সাড়ে ১৬ শতাংশের বেশি। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান রপ্তানি আয়ের নতুন এই লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেন।

এ সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, '২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য অনেক রক্ষণাত্মকভাবে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি রপ্তানি আরও বেশি হবে। অপ্রচলিত পণ্যের বাজার তৈরি করা ও নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে।' আরেক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের চেষ্টা থাকবে। আর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তির এখনো সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক হয়নি।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বাণিজ্যসচিব জানান, রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাকের ওভেন খাত থেকে ২ হাজার ৭৯ কোটি ডলার ও নিট পোশাক থেকে ২ হাজার ৩৭০ কোটি ডলার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে ১২৫ কোটি ডলার, পাট ও পাটপণ্য থেকে ৯০ কোটি ডলার এবং কৃষিপণ্য থেকে ১২১ কোটি ডলার রপ্তানি আয় হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

রপ্তানির এই নতুন লক্ষ্যমাত্রা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান বাণিজ্যসচিব। তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে রপ্তানিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের প্রধানদের সঙ্গে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কী কী বাধা রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিটি খাতের এক বা দুটি বাধা চিহ্নিত করে সেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বণিক বার্তা

1 3 AUG 2025

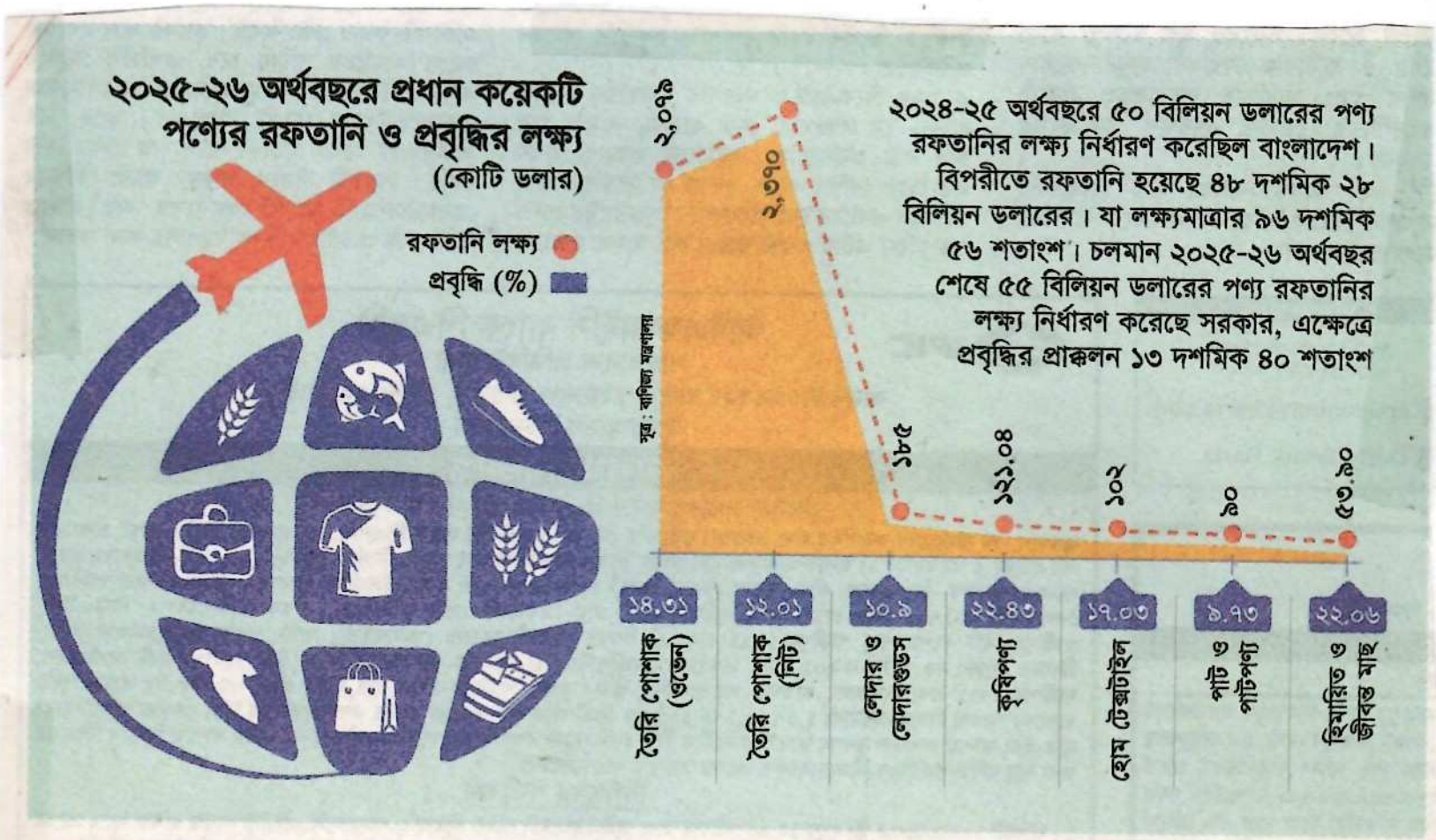

২০২৫-২৬ অর্থবছর

সাড়ে ৬৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য ও সেবা রফতানির লক্ষ্য প্রবৃদ্ধির আশা ১৬.৫%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সদ্যবিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল বাংলাদেশ। বিপরীতে রফতানি হয়েছে ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের। যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ। আবার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ বেশি। চলমান ২০২৫-২৬ অর্থবছর শেষে ৫৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার, এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন ১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ। এর সঙ্গে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের সেবা রফতানির মাধ্যমে মোট রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে সাড়ে ৬৩ বিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

চলতি অর্থবছরের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার জন্য গতকাল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এ ঘোষণা দেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সাম্প্রতিক অর্থবছরে রফতানি খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির গতিধারা, পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ, বিশ্ব বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতিধারা, ভূরাজনৈতিক প্রভাব, দেশীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য সংকট, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব, অংশীজনদের মতামত, বিগত অর্থবছরের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পণ্য খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রায় ১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে ৫৫ বিলিয়ন ডলারের রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেবা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রায় ১৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে ৮ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলারের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেবা খাতের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা ৭ দশমিক ৫০ বিলিয়নের বিপরীতে গত অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল পর্যন্ত রফতানি হয়েছে ৫ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলারের, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ১৩ শতাংশ বেশি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কম্পাউন্ড বার্ষিক বৃদ্ধির হার পণ্য খাতে হয়েছে ২৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং সেবা খাতে ৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

তৈরি পোশাক খাতের ওভেন পণ্যে ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ২ হাজার ৭৯ কোটি

এরপর ›› পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

13 AUG 2025

বণিক বার্তা

1 3 AUG 2025

ডলারের রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই খাতের নিট পণ্যের ক্ষেত্রে ১২ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ২ হাজার ৩৭০ কোটি ডলারের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হোম টেক্সটাইল খাতের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজার আকৃতি, প্রবৃদ্ধি এবং নিজস্ব সক্ষমতার প্রেক্ষাপটের আলোকে ১৭ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ১০২ কোটি ডলারের রফতানি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাত লেদার, লেদারগুডস ও ফুটওয়্যারে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জনের ওপর ১০ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ১৮৫ কোটি ডলারের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বিশ্ববাজার পরিস্থিতি, রফতানি প্রবৃদ্ধি এবং এ খাতের সক্ষমতা বিবেচনায় এ খাতের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

হিমায়িত ও জীবন্ত মাছে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। রফতানির লক্ষ্য ৫৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার। এ খাতের নীতিগত সহায়তা, ভেনামি চিংড়ির হ্যাচারির লাইসেন্স প্রদান ও কোয়ারেন্টিন সুবিধা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সরকারের যথাযথ সহায়তা ও সহযোগিতা পেলে প্রস্তাবিত হারের চেয়েও বেশি রফতানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করার বিষয়ে এ খাতের প্রতিনিধিরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানিতে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। রফতানির লক্ষ্য ৯০ কোটি ডলারের। পণ্যের গুণগত মান যাচাই করার জন্য ল্যাব টেস্টিংয়ের ওপর গুরুত্বারোপ এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশ এ খাতে একটি টেকসই পণ্য রফতানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে দাবি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

কৃষিপণ্য রফতানির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২১ কোটি ৪ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২২ দশমিক ৪৩ শতাংশ। কার্গো বিমান, বিমানবন্দরে কুলিং সিস্টেম এবং ইডিএস মেশিনের বিষয়াদিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বারোপ করে অবকাঠামো উন্নয়ন করা সম্ভব হলে রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে এ খাতের প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেছেন বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

করছি। সে কারণেই আমাদের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি করার সুযোগ হয়তো সামনে আসবে। সেই সুযোগগুলো নিতে গেলে দেশীয় পর্যায়ে বেশকিছু সংকট আমাদের মোকাবেলা করতে হয়, এই সংকটগুলো যদি তারা অ্যাড্রেস করেন, নিশ্চিন্তে বলতে পারি এর চেয়ে বেশি আমরা করতে পারব। দেশীয় সংকটগুলোর মধ্যে গ্যাস সংকট আপনারা জানেন। ব্যাংক খাতে চরম সংকট চলছে আমাদের। নানা রকমের সমস্যা। এছাড়া কাস্টমসের কিছু সমস্যা আছে। আর সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এই কয়টি জিনিস যদি ঠিক হয় আমরা লক্ষ্যের চেয়ে বেশি রফতানির জন্য প্রস্তুত হব।'

দেশীয় সংকটগুলো সমাধানের জন্য বাণিজ্য উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আপনি উদ্যোগ নিন, আমাদের সঙ্গে বসেন। কোথায় কী সমস্যা আছে এগুলো শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।'

বাণিজ্য সচিব বলেন, 'ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে আমরা সবসময়ই ঘোষণার পর পরই বিভিন্ন খাতের প্রধানদের সঙ্গে বসি। মোট ২২টি খাতের সঙ্গে আমরা বসি। অন্যান্য রফতানি খাতের অংশীজনদের সঙ্গেও আমরা বসব। সেই সময় প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর উদ্যোগ নেব।'

সাংবাদিকরা পণ্য রফতানিতে ভারতের আরোপ করা বিধিনিষেধের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমি মনে করি না রফতানির লক্ষ্যমাত্রার ওপর কোনো প্রভাব আসবে।' ভারতের বিধিনিষেধের বিষয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের দপ্তর থেকে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীকে আমরা একটা চিঠি দিয়েছি, সার্বিক আলোচনার উদ্দেশে, এখনো জবাব পাইনি।'

আসন্ন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন প্রেক্ষাপট লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'অবশ্যই নিয়ামক হিসেবে শুল্ক চুক্তি বা বিভিন্ন কিছু হচ্ছে, সেগুলোকে আমরা নিয়ামক হিসেবে নিয়েছি। আমরা নিজেরাও এখন তিনটা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) করছি। জাপানের সঙ্গে করছি, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে করছি। আমরা তিনটা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করছি। কোনো কোনো দেশের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট উপযোগী বা সহায়ক

The Daily Star

1 3 AUG 2025

Export target set at $63.5b, eying US tariff advantage

REJAUL KARIM BYRON *and*
JAGARAN CHAKMA

The government has set a high export target of $63.5 billion for fiscal year (FY) 2025-26, hoping to boost shipments to the United States by capitalising on Bangladesh's favourable position under the new US tariff regime.

Despite failing in the last three years, exporters are hopeful of achieving the target this time if the existing challenges, such as energy shortages, banking issues and customs hurdles, are resolved.

Of the total target, $55 billion is expected from goods exports, a 13.4 percent increase over last year, while services exports aim for $8.5 billion, marking an 18.7 percent rise, according to data from the Ministry of Commerce.

THE TARIFF BOON

While unveiling the export target at a press conference yesterday, Commerce Adviser Sk Bashir Uddin linked the ambitious goal to Bangladesh's advantageous US tariff status.

Under the new tariff regime announced by the Trump administration, Bangladesh enjoys a competitive edge in the American market, with an average tariff rate of 36.5 percent, comprising the newly imposed 20 percent reciprocal tariff added to the existing 16.5 percent.

This is considerably lower than many competing countries, some of which face tariffs as high as over 60 percent, providing Bangladesh a clear opportunity to expand its exports in the face of mounting protectionism elsewhere.

"We are actively negotiating to reduce non-tariff barriers and tariff rates, aiming to bring down duties from 20 percent to 15 percent or lower in many categories," the adviser said.

The adviser noted that many tariff lines, particularly for food items, already stand between zero and 1 percent. "These efforts aim to reduce the trade deficit with the US without undermining the economy's resilience."

On agricultural goods, particularly onions, the adviser said Bangladesh has not imported for a long time due to strong local production, though limited imports may be considered if necessary.

He noted that last fiscal year's high growth came from sustained efforts, including diversification, though more work remains both within the garments sector and in promoting non-traditional items.

US MARKET POTENTIAL THERE, BUT...

Industry insiders and experts, however, say there are several unresolved factors that would determine Bangladesh's export potential to the US.

"There are many challenges ahead," he said. "But... we believe we can do better than before," said AK Azad, chairman and managing director of Ha-Meem Group, one of Bangladesh's largest exporters to the US.

However, he noted that since the imposition of higher tariffs by the Trump administration, many buyers have reduced volumes and pushed for lower prices.

"Part of the tariff cost is being passed on to us, and part is being absorbed by the buyers. The government's ability to navigate these tariff negotiations will heavily influence whether we meet or exceed the target," the exporter said.

Azad also warned that problems like power shortages and political unrest could hurt export growth.

Key facts

Favourable US tariff regime, duty cut talks

Target achievable if bottlenecks cleared

Challenges

Gas shortage, banking issues key

Customs delays, unstable law & order, high dependence on a few markets

Bangladesh's goods exports against target
(in billion $)

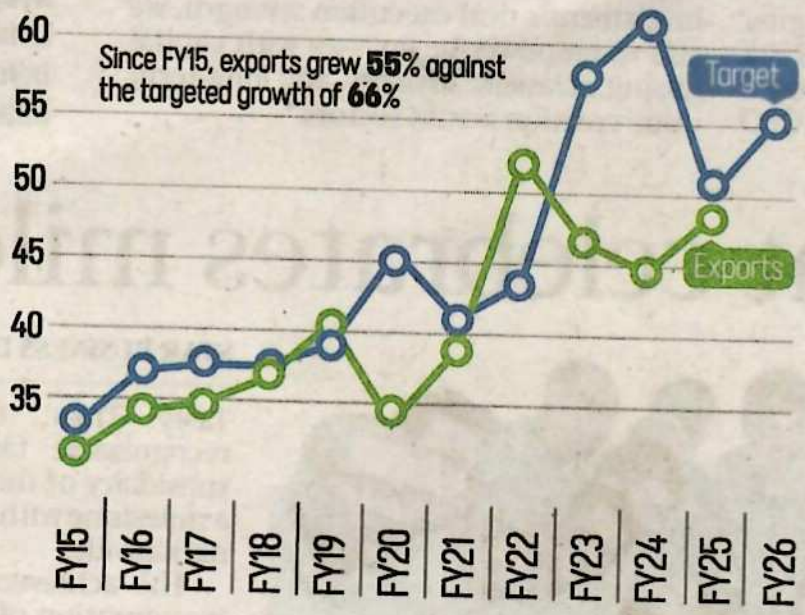

SOURCE: EPB

The Daily Star

13 AUG 2025

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), said that while Bangladesh currently enjoys favourable tariff treatment in the US, the country's largest single-nation export destination, the persistence of such advantages depends on unresolved trade policy decisions.

"If additional tariffs on certain imports remain in place, our competitive edge in the US could hold," he said.

"But if American consumers reduce spending due to higher prices, our export growth may slow despite market advantages."

Moazzem also cautioned that overreliance on a few key markets could hinder diversification, especially as trade disputes with India threaten access for non-traditional exports.

He also noted that potential shifts in global supply chains could intensify competition in alternative markets from large exporters like China and India.

"While the target is realistic under current circumstances, sustaining high export growth will require broader market diversification and careful navigation of tariff-related uncertainties," he added.

The economist said that despite India's ban on imports through land ports, Bangladesh's exports are unlikely to have any significant impact on the new export target for FY26.

RESOLVING ENERGY, BANKING ISSUES CRITICAL

Some others think the export target is not just achievable, but could even exceed the goal, if the existing problems with the banking sector and energy supply are addressed properly.

"Our expectations have risen following the government's successful negotiations with the United States, which could create further opportunities to perform better. To seize these opportunities, certain domestic bottlenecks must be addressed," said Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA).

He identified the gas crisis, banking sector problems, customs delays, and law and order issues as the major challenges. "If these matters are resolved, we are ready to exceed the set targets."

He urged the commerce adviser to sit with businesses to find ways to resolve the bottlenecks.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman voiced a similar confidence in achieving the export target.

"Compared to last year's target and achievements, the gap is minimal, about half a billion dollars, which shows our projections are realistic. If the domestic constraints are managed, I can confidently say we can surpass the target."

The secretary announced that the government will hold a meeting with businesspersons, the Energy Division and the banking sector representatives next week to address the bottlenecks.

He said Bangladesh is negotiating FTAs with Japan, South Korea, and Singapore, pursuing only those agreements that bring tangible benefits while trying to retain preferential market access for as long as possible.

SECTORAL TARGETS

The readymade garment (RMG) sector, the country's crown jewel of exports, has been assigned a combined target of $44.49 billion, including $20.79 billion for woven products (14.3 percent growth) and $23.70 billion for knitwear (12 percent growth).

Home textiles target has been set at $1.02 billion, up 17 percent, while leather and leather goods aim for $1.25 billion, reflecting a conservative 9.2 percent rise.

The frozen and live fish sector has a $539 million target, with expected growth of 22 percent.

Jute and jute goods exports are projected at $900 million, a 9.7 percent increase, with emphasis on lab testing and capacity building at the Bangladesh Jute Research Institute to ensure quality.

Agricultural products have been assigned a $1.21 billion target, reflecting 22.4 percent growth.

13 AUG 2025

Eight instruments of cooperation signed

Dhaka, KL ink MoUs on defence and energy

Chief Adviser Prof Muhammad Yunus and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim speak at a joint press meet at the latter's office in Putrajaya on Tuesday. — PID

Negotiations on free-trade deal to be accelerated, investment coop thru BD SEZs strengthened

Bangladesh's aspiration to deepen engagement with ASEAN, including Sectoral Dialogue Partner status, discussed

Bangladeshi workers now entitled to same social security benefits as Malaysian ones, can lodge complaints in Bengali, Malaysian officials confirm

FE REPORT

Bangladesh and Malaysia Tuesday agreed to deepen ties at summit talks capped with the adoption of eight instruments of cooperation with thrust on economy, investment, free trade, and labour recruitment.

The signing of five memorandums of understanding (MoUs) and exchange of three notes on cooperation followed talks between visiting Bangladesh Chief Adviser Prof Muhammad Yunus and Malaysian Prime Minister Dato' Seri Anwar bin Ibrahim at Perdana Putra in Putrajaya, where the leaders reaffirmed their commitment to transforming the Bangladesh-Malaysia relations into a deeper, future-orientated strategic partnership.

The two leaders first had a one-on-one conclave, preceded by a restricted session with select senior officials. Later, they led delegation-level talks covering a wide range of bilateral issues, including trade, investment, labour migration, energy cooperation, blue economy, education, and cultural exchanges, said a spokesperson for the CA Office.

"Our two countries share a deep bond rooted in history, religion, and cultural empathy. Malaysia is a unique partner of Bangladesh, particularly in human resources, trade, and people-to-people contacts," the head of

The Financial Express

PAGE 1 COL 4

interim government of Bangladesh said at the outset of the delegation-level talks.

Prime Minister Anwar described Professor Yunus as "a friend of Malaysia" and commended his leadership of Bangladesh's Interim Government over the past year. He

Bangladesh also requested "Graduate Pass" visas for thousands of its students in Malaysian universities. Currently, up to 10,000 Bangladeshi students are studying in Malaysia.

The leaders discussed Bangladesh's aspiration to deepen engagement with the economic bloc ASEAN,

tourism. Prime Minister Anwar expressed his admiration for Rabindranath Tagore and proposed a cultural conference on prominent Asian writers and thinkers.

After the bilateral meeting, Bangladesh and Malaysia signed five Memorandums of Understanding and

Malaysian acting economic minister Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan and Bangladesh's energy adviser M Fouzul Kabir Khan signed the draft deal.

The third MoU is on cooperation between the Institute of Strategic and

Bangladesh and Malaysia Tuesday agreed to deepen ties at summit talks capped with the adoption of eight instruments of cooperation with thrust on economy, investment, free trade, and labour recruitment.

The signing of five memorandums of understanding (MoUs) and exchange of three notes on cooperation followed talks between visiting Bangladesh Chief Adviser Prof Muhammad Yunus and Malaysian Prime Minister Dato' Seri Anwar bin Ibrahim at Perdana Putra in Putrajaya, where the leaders reaffirmed their commitment to transforming the Bangladesh-Malaysia relations into a deeper, future-orientated strategic partnership.

The two leaders first had a one-on-one conclave, preceded by a restricted session with select senior officials. Later, they led delegation-level talks covering a wide range of bilateral issues, including trade, investment, labour migration, energy cooperation, blue economy, education, and cultural exchanges, said a spokesperson for the CA Office.

"Our two countries share a deep bond rooted in history, religion, and cultural empathy. Malaysia is a unique partner of Bangladesh, particularly in human resources, trade, and people-to-people contacts," the head of

The Financial Express

PAGE 1 COL 4

interim government of Bangladesh said at the outset of the delegation-level talks.

Prime Minister Anwar described Professor Yunus as "a friend of Malaysia" and commended his leadership of Bangladesh's Interim Government over the past year. He emphasised the need to boost trade and expand cooperation in migrant-worker welfare and education, and efforts to resolve the nagging Rohingya crisis.

During the one-on-one meeting, Professor Yunus thanked Malaysia for facilitating the entry of nearly 8,000 stranded Bangladeshi workers under a simplified protocol and for introducing multiple-entry visas, and allowing workers to return home during emergencies without risking their jobs.

Both sides underscored the importance of transparent and fair recruitment processes to reduce costs and safeguard worker welfare.

At the delegation-level talks, Adviser on Law, Justice and Overseas Employment Prof Asif Nazrul urged Malaysia to recruit more skilled Bangladeshi professionals, including doctors and engineers, through a government-to-government framework.

He noted that Bangladesh's state-run BOESL agency is now capable of handling recruitment for Malaysian companies and called for opportunities for Bangladeshi security guards and caregivers. He also requested steps to be taken for the regularisation of undocumented Bangladeshi workers.

Malaysian officials confirmed that Bangladeshi workers would now be entitled to the same social security benefits as Malaysian workers and be able to lodge complaints in the Bangla language.

Bangladesh also requested "Graduate Pass" visas for thousands of its students in Malaysian universities. Currently, up to 10,000 Bangladeshi students are studying in Malaysia.

The leaders discussed Bangladesh's aspiration to deepen engagement with the economic bloc ASEAN, including its bid for Sectoral Dialogue Partner status, and sought Malaysia's support during its chairmanship of the association.

Professor Yunus also invited Malaysia to participate in the upcoming Conference on the Rohingya Crisis in Cox's Bazar and the UN-led international conference on the Rohingya issue in New York in September. He thanked Malaysia for its consistent support to the Rohingya people.

On economic matters, the two sides agreed to accelerate negotiations on a Bangladesh-Malaysia Free-Trade Agreement, strengthen investment cooperation through Special Economic Zones, and operationalise the Malaysia-Bangladesh Joint Business Council.

Highlighting the growing trade imbalance between the two friendly countries, Dhaka sought greater market access for Bangladeshi products such as medicines, batteries, footwear, ceramics and jute to the Malaysian market.

Bangladesh sought Malaysia's support in developing its Blue Economy and Halal industry, including establishing a Halal Economic Zone outside Dhaka, and expressed interest in joining the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Both countries welcomed the signing of a new MoU on LNG supply and energy cooperation and agreed to explore renewable energy partnerships. They also discussed collaboration in defence, culture, and tourism. Prime Minister Anwar expressed his admiration for Rabindranath Tagore and proposed a cultural conference on prominent Asian writers and thinkers.

After the bilateral meeting, Bangladesh and Malaysia signed five Memorandums of Understanding and exchanged three notes in different areas of cooperation.

Chief Adviser Prof Yunus and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim witnessed the signing of the eight cooperation documents-five MoUs and three Exchange of Notes.

The first note of exchange provides for cooperation in the field of higher education. Malaysian foreign minister Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan and Bangladesh's foreign adviser Md Touhid Hossain exchanged the note.

The second note, on Training for Diplomats, was also exchanged by the two foreign-ministry chiefs.

The third exchange of note is on cooperation in the field of Halal Ecosystem. Deputy Minister in Malaysian Prime Minister's Department Senator Dr Zulkifli bin Hasan and Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud bin Harun exchanged.

The first MoU between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh is on defence cooperation. Malaysian defence minister Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin and Bangladesh's foreign adviser Md. Touhid Hossain signed the accord.

The second MoU between the Government of Malaysia and the Government of the People's Republic of Bangladesh is about cooperation in the field of liquefied natural gas (LNG) supply, LNG infrastructure, petroleum products and their infrastructure. Malaysian acting economic minister Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan and Bangladesh's energy adviser M Fouzul Kabir Khan signed the draft deal.

The third MoU is on cooperation between the Institute of Strategic and International Studies Malaysia and the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies. Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia Chairman Datuk Professor Dr Mohd FaizAbdullah and Bangladesh High Commissioner in Malaysia Md. Shameem Ahsan signed the MoU.

The fourth memo is on collaboration between MIMOS Services Sdn Bhd and the Bangladesh-Malaysia Chamber of Commerce & Industry (BMCCI). MIMOS Services Sdn. Bhd. (MSSB) Chief Executive Officer (CEO) Mohamad Fauzi Yahaya and BMCCI Shabbir Ahmed Khan signed the MoU.

The fifth MoU is signed between the National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (NCCIM) and the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI). NCCIM president Dato' Seri N. Gobalakrishnan and FBCCI administrator Md. Hafizur Rahman signed the MoU.

The talks over, Prime Minister Anwar hosted a luncheon in honour of the Chief Adviser at the official residence of the Malaysian prime minister.

Bangladesh's delegation includes Foreign Adviser Touhid Hossain, Energy Adviser Fouzul Kabir Khan, National Security Adviser Dr Khalilur Rahman, Special Envoy Lutfey Siddiqi, BIDA Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, SDG Coordinator Lamiya Morshed and Foreign Secretary Asad Alam Siam.

The Chief Adviser is on a three-day official visit to Malaysia on August 11-13.

mirmostafiz@yahoo.com

13 AUG 2025 The Business Standard

Bangladesh sets $63.5b export target for FY26, 16.5% higher than FY25

TRADE – BANGLADESH

TBS REPORT

Negotiations for FTAs are ongoing with Japan, South Korea, and Singapore, commerce adviser says

The government has set a target to earn $63.5 billion from the export of goods and services in the 2025–26 fiscal year. Of this, $55 billion is expected to come from goods and $8.5 billion from services.

The target is 16.5% higher than the earnings in FY 2024–25. The Bangladesh Bank expects service sector earnings to surpass the commerce ministry's projection.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman announced the target yesterday at a press conference organised by the commerce ministry at the Secretariat. Commerce Adviser Sk Bashir Uddin, senior ministry officials, and leaders from various business sectors were also present.

The secretary said the targets were set after discussions with stakeholders from relevant sectors. Starting next week, the ministry will hold meetings with industry leaders to identify one or two major bottlenecks for each sector and work with the concerned agencies to resolve them.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin described the target as "quite conservative" and expressed hope that actual exports would exceed expectations.

Industry leaders present expressed optimism about achieving the target but stressed the need to address domestic challenges, particularly the gas crisis, banking sector instability, customs inefficiencies, and law-and-order issues.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), who attended the press conference, said the government's target was achievable, and that exports could surpass the target, especially due to progress in reciprocal tariff negotiations with the United States.

However, he stressed that certain domestic challenges issue that would cause economic harm to the country. The trade deficit between the two countries will be addressed by increasing imports of food and agricultural products.

When asked when a for-

Negotiations for FTAs are ongoing with Japan, South Korea, and Singapore, commerce adviser says

The government has set a target to earn $63.5 billion from the export of goods and services in the 2025–26 fiscal year. Of this, $55 billion is expected to come from goods and $8.5 billion from services.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman announced the target yesterday at a press conference organised by the commerce ministry at the Secretariat. Commerce Adviser Sk Bashir Uddin, senior ministry officials, and leaders from various business sectors were also present.

The secretary said the targets were set after discussions with stakeholders from relevant sectors. Starting next week, the ministry will hold meetings with industry leaders to identify one or two major bottlenecks for each sector and work with

and expressed hope that actual exports would exceed expectations.

Industry leaders present expressed optimism about achieving the target but stressed the need to address domestic challenges, particularly the gas crisis, banking sector instability, customs inefficiencies, and law-and-order issues.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), who attended the press conference, said the government's target was achievable, and that exports could

surpass the target, especially due to progress in reciprocal tariff negotiations with the United States.

However, he stressed that certain domestic challenges must be addressed, particularly the gas crisis, severe problems in the banking sector, improvement of customs services, and law-and-order conditions.

Mohammad Hasib Uddin, a director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said exports could exceed the target if energy, banking, and customs problems were resolved.

FTA negotiations ongoing

Commerce Adviser Bashir said that Bangladesh is working on market expansion for non-traditional products and exploring new destinations. Negotiations for free trade agreements (FTAs) are ongoing with Japan, South Korea, and Singapore, though he cautioned that not all FTAs may be favourable for Bangladesh.

The adviser emphasised maximising duty-free market access, especially in the UK and EU, and said discussions are underway to lower the United States' reciprocal tariff from 20% to 15%.

The adviser said that the United States' counter-tariff was not reduced to 20 percent by making concessions on any issue that would cause economic harm to the country. The trade deficit between the two countries will be addressed by increasing imports of food and agricultural products.

When asked when a formal agreement on reciprocal tariffs with the United States would be signed, the trade adviser said that no specific date has been set yet, and the US side has not provided any information so far.

Asked about India's ban on jute product exports through land ports, he said it would not significantly affect exports. The commerce ministry had sent a letter to its Indian counterpart and was addressing the matter with due sensitivity.

In response to another question, Sheikh Bashiruddin said that although there are problems with the law-and-order situation in the country, it is not so unstable that it would affect business and trade. Therefore, the export targets that have been set will not face any issues.

The adviser also stated that permission will be granted to import onions to increase supply in the local market. He said, "This time onions will be imported based on demand and supply. Not only from India, but traders will be allowed to import from wherever they want."

"Our main objective is to lower onion prices and increase supply," he said.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো